CINEMA
নিউজ 2 | গসিপ 3
ফিচার 4 | স্টার টক 5

SPORTS
গসিপ 6 | ফিচার 7
স্টার টক 8

যুগশঙ্খ SUPPLI
শুক্রবার, ১৪ এপ্রিল ২০১৭

বিনোদন

বিনোদনের ক্রোড়পত্র

৮ পাতার এই ক্রোড়পত্রটি যুগশঙ্খ-র সঙ্গে বিনামূল্যে বিতরিত

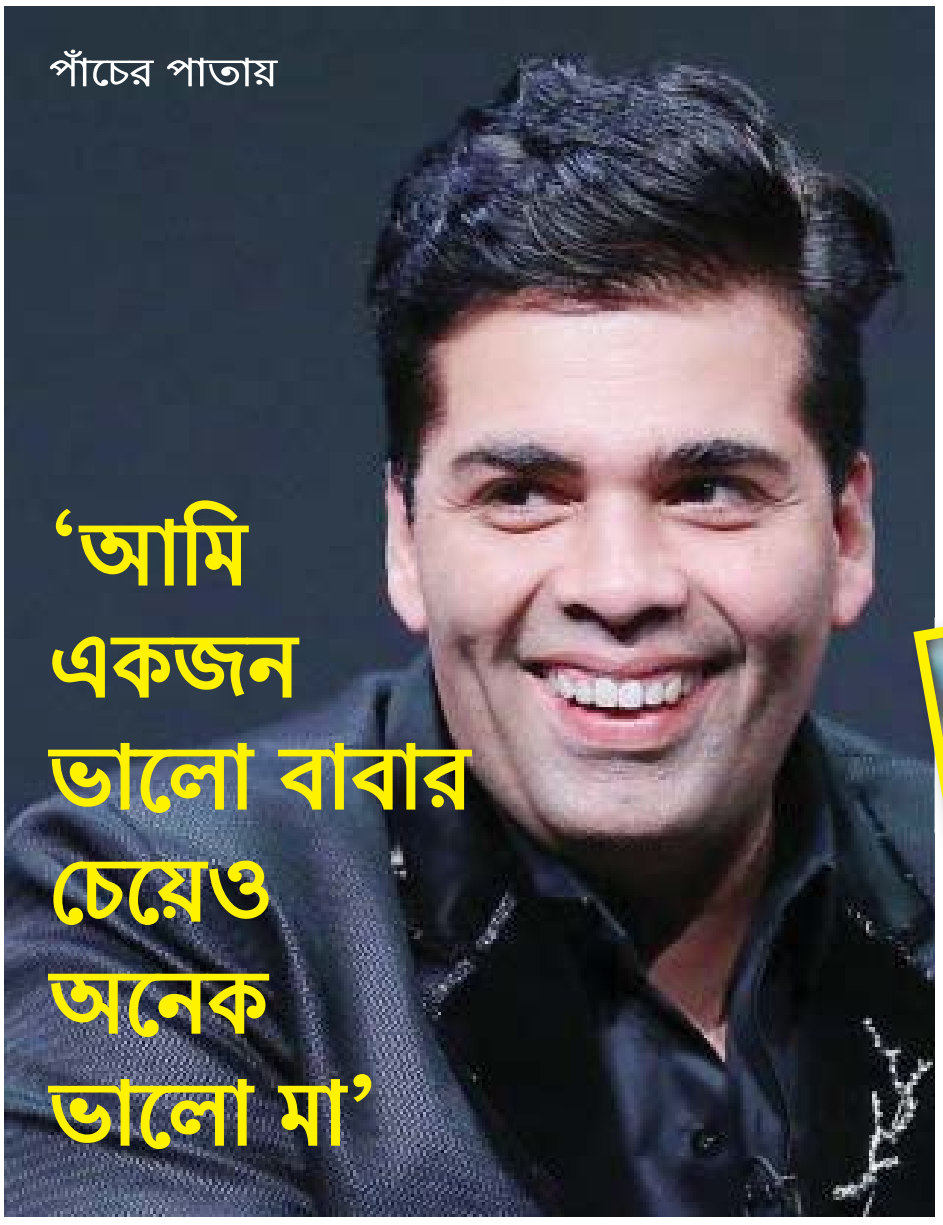

পাঁচের পাতায়

‘আমি একজন ভালো বাবার চেয়েও অনেক ভালো মা’

তিনের পাতায়

মেয়েদের মন ভেঙে বিয়ের পিঁড়িতে প্রভাস

চারের পাতায়

ফিটনেস কুইন

যোগী আদিত্যনাথ+চেতন=?

আটের পাতায়

ছয়ের পাতায়

শচীন তেন্ডুলকরও দক্ষ ছিলেন না

Just বিনোদন

যুগশঙ্খ SUPPLI

শুক্রবার, ১৪ এপ্রিল ২০১৭

‘বিগ-বি’র ব্যারিটোনে বিভোর ‘বেগমজান’

ট্রেলার মুক্তি পেয়েছে বেশ কিছুদিন হল। আর মুক্তির পরেই রীতিমতো হিট ‘বেগমজান’। আর ট্রেলার থেকে দর্শকরা জেনেই গেছেন ‘বেগমজান’-এ বিদ্যা বালন এবং নাসিরুদ্দিন শাহ ছাড়াও রয়েছেন অমিতাভ বচ্চন। অবশ্য প্রথম দু’জনের ভূমিকা ও ‘বিগ-বি’র ভূমিকা আলাদা। তিনি আছেন নেপথ্যে! ‘বেগমজান’-এর শুরুর সিকোয়েন্সে শোনা যাবে তাঁর ব্যারিটোন। তাঁর ধারাভাষ্যেই শোনা যাবে ছবির গল্প। এই অমিতাভের সঙ্গে সাক্ষাতের অভিজ্ঞতা সম্প্রতি মিডিয়ায় শেয়ার করেছেন ‘বেগমজান’-এর পরিচালক সৃজিত মুখোপাধ্যায়। তিনি জানিয়েছেন, ভয়েসওভারের প্রস্তাব নিয়ে ছবির অন্যতম প্রযোজক মুকেশ ভাটের সঙ্গে অমিতাভের কাছে গিয়েছিলেন তিনি নিজেও। ‘বেগমজান’-এর পরিচালক বলেছেন, ‘তিনি রাজকাহিনি দেখেননি। কিন্তু ‘বেগমজান’-এর গল্পটা শুনেই ওঁর ভীষণ ভালো লেগে যায়। খুব অল্প সময়ের মধ্যেই গোটা ব্যাপারটা হয়। কিন্তু ওইটুকু সময়ের মধ্যেও ভদ্রলোকের ডিটেলিংয়ের প্রতি মনোযোগ অবাক করে দেওয়ার মতো।’ সৃজিত জানিয়েছেন, একটা নির্দিষ্ট লাইনকে তিনি হয়তো নির্দিষ্ট একটা ভঙ্গিতে চাইছেন, সেটা বচ্চনকে শুনিয়েছেন। কিন্তু তিনি তো অমিতাভ বচ্চন। তাই সৃজিতের কাঙ্ক্ষিত ভঙ্গি ছাড়াও আরও দুটো ইম্প্রোভাইজেশন করে দেখিয়ে দিলেন। আর এই গোটা বিষয়টি দেখে হাঁ হয়ে গিয়েছিলেন পরিচালক।

‘বেগমজান’-এ ‘রাজাজি’র ভূমিকায় অভিনয় করছেন নাসিরুদ্দিন শাহ। ‘রাজকাহিনি’-তে নবাবের ভূমিকায় ছিলেন রজতাভ দত্ত। আর সূত্রধরের নেপথ্য ভূমিকায় অমিতাভ বচ্চন। নাসিরউদ্দিনকে পর্দায় দেখা গেলেও শাহেনশা সেখানে অনুপস্থিত। কিন্তু তাঁর অমোঘ উপস্থিতি রয়েছে ছবিতে। ব্যারিটোনে।

ফিল্মফেয়ারের বিরুদ্ধে নওয়াজের মানহানির অভিযোগ

২০১২ সালে ‘কহানি’ ছবির মাধ্যমে বলিউডে জনপ্রিয়তা পান নওয়াজউদ্দিন সিদ্দিকি। এরপর আর পেছনে ফিরে তাকাতে হয়নি এই অভিনেতাকে। নিজের মেধার জোরে আজ তিনি বলিউডের অন্যতম তারকা। আর তারকাদের ঘিরে থাকে নানান চটকদার গসিপ। তেমনি এক ম্যাগাজিন নওয়াজের ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে মিথ্যা খবর প্রকাশ করল। আর তাতেই ম্যাগাজিনের বিরুদ্ধে মানহানির অভিযোগ করলেন নওয়াজ।

ফিল্মফেয়ার ভারতের সবচেয়ে পুরনো এবং জনপ্রিয় বলিউড ম্যাগাজিন। এই ম্যাগাজিনেই লেখা হয়েছে, বিবাহবিচ্ছেদ হতে চলেছে নওয়াজ ও তাঁর স্ত্রীর। শুধু তাই নয়, নওয়াজ ও তাঁর স্ত্রী হিসাবে দাবি করে যে ছবিটি ছাপা হয়, তা নওয়াজের সঙ্গে তোলা অন্য নারীর ছবি। এই কারণেই ম্যাগাজিন কর্তৃপক্ষকে আইনি নোটিস পাঠিয়েছেন অভিনেতা।

আইনি নোটিসে বলা হয়েছে, ম্যাগাজিনের এমন অসত্য খবর ছাপার জন্য মানহানি হয়েছে অভিনেতার। সেই সঙ্গে তাঁকে মানসিক নির্যাতনও সহ্য করতে হয়েছে। তাই সাত দিনের মধ্যেই ভুল স্বীকার করে একটি প্রতিবেদন ছাপার দাবি জানানো হয়েছে। ওদিকে প্রতিবেদনটির ছবি পরিবর্তন করে দেওয়া হলেও ফিল্মফেয়ার ম্যাগাজিনের পক্ষ থেকে তেমন কোনও প্রতিক্রিয়া এখনও পর্যন্ত পাওয়া যায়নি।

এরই মধ্যে নওয়াজের ম্যানেজার নিজের ট্যুইটার প্রোফাইলে নওয়াজ ও তাঁর স্ত্রীর একটি ছবি পোস্ট করেন। যাতে তিনি বিবাহবার্ষিকীর শুভেচ্ছা জানিয়েছেন অভিনেতাকে।

শ্রীদেবী প্রকাশ করলেন তাঁর ‘মম’ ছবির পোস্টার

একটা সময় বলিউডে রাজত্ব করতেন শ্রীদেবী। কালের বিবর্তনে ও সাংসারিক প্রয়োজনে রুপোলি জগৎ থেকে দূরে থেকেছিলেন। এরপর ২০১২ সালে অনেকের অনুরোধে আবারও ক্যামেরার সামনে দাঁড়ান তিনি। ফলাফল— ছবি দারুণ ব্যবসাসফল!

তারপর প্রায় কয়েক বছর পর্দার সঙ্গে কোনও রকম যোগাযোগ ছিল না এই অভিনেত্রীর। তবে এবার সকল অপেক্ষার অবসান ঘটিয়ে আবারও পর্দায় ফিরতে চলেছেন শ্রীদেবী। ছবির নাম ‘মম’ (Mom)।

ছবিটি পরিচালনা করছেন রবি উদায়ওয়ার। প্রযোজনা করছেন অভিনেত্রীর স্বামী বনি কাপুর। কেন্দ্রীয় চরিত্রে অভিনয় করছেন শ্রীদেবী। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছবির পোস্টার প্রকাশ করেছেন স্বয়ং নায়িকা। প্রথম ঝলক মন কেড়ে নিয়েছে তাঁর গুণমুগ্ধদের। আর রেকর্ড বলছে, অভিনয়ের কেরিয়ারে এই ছবিটি শ্রীদেবীর ৩০০তম ছবি। তবে ছবির গল্প এখনও প্রকাশ পায়নি। প্রযোজনা সংস্থা ও পরিচালকের পক্ষ থেকে ছবির কাহিনি গোপন রাখা হয়েছে। শ্রীদেবীর সঙ্গে ছবিতে অভিনয় করছেন অক্ষয় খান্না, অভিমন্যু সিং ও পীতবাস ত্রিপাঠি। শোনা যাচ্ছে, ছবিতে বিশেষ অতিথি হিসাবে থাকবেন নওয়াজউদ্দিন সিদ্দিকি।

মেয়ের সঙ্গে একজন সৎ মায়ের সম্পর্কের জটিলতাকেই এই ছবির কাহিনি হিসাবে বেছে নেওয়া হয়েছে। একজন মা তার সৎ মেয়ের সঙ্গে হওয়া অন্যায়ের বিরুদ্ধে কীভাবে লড়াই করেন তা তুলে ধরা হয়েছে ‘মম’ ছবিতে। আগামী ১৪ জুলাই মুক্তি পাবে ‘মম’ ছবিটি।

সমকামী প্রেম বলেই কি...

কোনও কাট ছাড়াই মালয়েশিয়ার সিনেমাহলগুলিতে মুক্তি পাবে ‘দ্য বিউটি অ্যান্ড দ্য বিস্ট’। সেন্সর বোর্ডের থেকে বাতিলের নোটিশ ঝোলানোর পরপরেই এই বক্তব্য পেশ করল ডিজনি। তাই আপাতত বির্তকের মুখে এই সিনেমাটি। এই ছবির মুক্তি বন্ধ রয়েছে মালয়েশিয়ায়। তবে মালয়েশিয়া সরকারের এই ছবির না পসন্দের কারণ বোধহয় সমকামী প্রেম। যার কারণে এই ফিল্মকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। এই ছবিতে সমকামী প্রেম দেখানোর জন্য সমালোচনার ঝড় উঠেছে ইতিমধ্যে, যা নিয়ে তোলপাড় গোটা হলিউড। গে সিন এই ছবি থেকে কেটে বাদ দেওয়ার প্রস্তাব দেয় সেন্সর বোর্ড। শুধু তাই নয়, বাচ্চারা এই ছবি দেখলে তাদের মনের ওপর এই বিষয়ের একটা কুপ্রভাব ফেলতে পারে বলে মনে করছে বোর্ড।

মালয়েশিয়া মূলত মুসলিমপ্রধান দেশ। সেখানে

সমকামের আইনি স্বীকৃতি নেই। সমকামী মানেই তাঁর কপালে জোটে কারাদণ্ড। তবে এ বিষয়ে দেশের পর্যটনমন্ত্রীর গলায় অন্য সুর। তিনি জানান, সমকামী প্রেম দেখানোর জন্য এই চলচ্চিত্রটি নিষিদ্ধ করা হলে সেটা হবে হাস্যকর। এই কারণে কোনও চলচ্চিত্র নিষিদ্ধ করা উচিত নয়। গোটা বিশ্বে বহু সমকামীর বাস। কোন মানুষ কী সিদ্ধান্ত নেবেন সেটা তাঁর ব্যক্তিগত ব্যাপার। সেটা তাঁর অধিকার। আমাদের এই বিষয় নিয়ে ভাবা প্রয়োজন। তবে শুধু মালয়েশিয়া নয় এই সিনেমা নিয়ে বির্তক তৈরি হয়েছিল রাশিয়াতেও। রুশ সংস্কৃতি মন্ত্রী ভ্লাদিমির মেডেনস্কি বলেছিলেন, ছবির বিষয়বস্তু আরও ভালো করে খুঁটিয়ে দেখে যা ব্যবস্থা নেওয়ার সেটাই নেওয়া হবে। যদিও এই ছবিটিতে পাপের নির্লজ্জ প্রচার হিসাবে বর্ণনা করেছেন রাশিয়ার এক সাংসদ।

CINEক্যুইজ

‘যুগশঙ্খ’-এর পাঠক-পাঠিকাদের জন্য চলছে এই জমজমাট সিনে-ক্যুইজ প্রতিযোগিতা। এই প্রতিযোগিতায় দেওয়া হচ্ছে চলচ্চিত্র-সম্পর্কিত একটি ছবি। আপনাকে দিতে হবে সেই ছবির সংশ্লিষ্ট প্রশ্নের জবাব। এক মাসে চারটি ক্যুইজেরই সঠিক জবাব দেবেন যাঁরা, তাঁদের মধ্য থেকে লটারির মাধ্যমে বেছে নেওয়া হবে দশজনকে। এই দশজন পাবেন ১০০ টাকা করে পুরস্কার। সুতরাং, এখনই একটি সাধারণ পোস্টকার্ডে উত্তর লিখে নীচের ঠিকানায় পাঠিয়ে দিন। জবাব দিতে পারেন ই-মেইলেও। ই-মেইল ঠিকানা: jugasankha.supplement@gmail.com

উপরের ছবিটি এমন একজন ভারতীয় অভিনেত্রীর যিনি ‘মাদার ইন্ডিয়া’ ছবিটি করে সারা বিশ্বে সমাদৃত হন। এছাড়াও ‘শ্রী ৪২০’, ‘আওয়ারা’, ‘বরসাত’ তাঁর অভিনীত ছবিগুলির মধ্যে অন্যতম। গ্ল্যামারের শীর্ষে থাকা অবস্থায় তিনি সুনীল দত্তকে বিয়ে করে গ্ল্যামার ওয়ার্ল্ড ছেড়ে সংসার সামলাতে মনোনিবেশ করেন। তাঁর পুত্রও বলিউডের জনপ্রিয় হিরো। ‘বেবি রানি’ হিসাবে এই অভিনেত্রীর আত্মপ্রকাশ ঘটেছিল সিনেমায়। **কে এই অভিনেত্রী জবাব দিন আগামী ২২ মে-র মধ্যে।**

সিনে কুইজ, জাস্ট বিনোদন

যুগশঙ্খ, ৩২১ শান্তিপল্লি, রাসবিহারী কানেক্টর, কসবা, থার্ড ফ্লোর, দিল্লি পাবলিক স্কুলের কাছে, কলকাতা ৭০০১০৭

টিভিতে বাংলা সিরিয়াল

স্টার জলসা

১৭.৩০ ইচ্ছেনদী
১৮.০০ দেবীপক্ষ
১৮.৩০ পটলকুমার গানওয়ালা
১৯.০০ কুসুম দোলা
১৯.৩০ কে আপন কে পর
২০.০০ অগ্নিজল
২০.৩০ স্বপ্ন উড়ান
২১.০০ মিলন তিথি
২১.৩০ পুন্যি পুকুর
২২.০০ রাখী বন্ধন

জি বাংলা

১৭.০০ দিদি নাম্বার ওয়ান
১৮.০০ রাধা
১৮.৩০ এই ছেলেটা ভেলভেলেটা
১৯.০০ তবু মনে রেখো
১৯.৩০ স্ত্রী
২০.০০ জরোয়ার ঝুমকো
২০.৩০ আমার দুর্গা
২১.০০ বিকেলে ভোরের ফুল
২১.৩০ ছদ্মবেশী
২২.০০ সারেগামাপা

TEAM যুগশঙ্খ বিনোদন

শর্মিলা চন্দ্র
(কো-অর্ডিনেটর ও সাব-এডিটর)
সুদীপ্ত বিশ্বাস | সুদীপ্ত চৌধুরী
দিব্যেন্দু চক্রবর্তী | সৌম্য নিয়োগী
রাহুল চক্রবর্তী | দোয়েল দত্ত

Just বেলা দিন
যুগশঙ্খ SUPPLI
শুক্রবার, ১৪ এপ্রিল ২০১৭

মডেলকে বিয়ে করছেন করিশমার প্রাক্তন স্বামী?

ডিভোর্স বেশ কিছুদিন আগেই হয়ে গেছে। এবার বিয়ের জন্য তৈরি হচ্ছেন করিশমা কাপুরের প্রাক্তন স্বামী সঞ্জয় কাপুর। এই নিয়ে তৃতীয়বার বিয়ে করবেন সঞ্জয়। আগামী এপ্রিলেই নয়া দিল্লির মডেল প্রিয়া সচদেবের সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধবেন তিনি। নিউ ইয়র্কে হবে বিয়ের অনুষ্ঠান। তবে দুই পরিবারের কোনও সদস্যই এখনও এ বিষয়ে মুখ খুলতে নারাজ। তবে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক সঞ্জয়ের পরিবারের এক ঘনিষ্ঠ বন্ধু জানিয়েছেন, বিয়ের যাবতীয় আয়োজন শুরু হয়ে গিয়েছে। করিশমাও নাকি বয়েসে ছোট কোনও এক ছেলের সঙ্গে প্রেম করছেন।

১৩ বছরের বিবাহিত জীবনের শেষে গত বছর বিচ্ছেদ হয়ে গিয়েছে সঞ্জয়-করিশমার। তাঁদের দুই সন্তান সামাইরা ও কিয়ান এখন করিশমার সঙ্গেই থাকে। বলি মহলের জল্পনা, ব্যবসায়ী সন্দীপ তশনিওয়ালের সঙ্গে সম্পর্কে জড়িয়েছেন করিশমা। সন্দীপ নাকি বান্দ্রাতে করিশমার জন্য নতুন ফ্ল্যাটও কিনেছেন। বিয়ে করতে পারেন তাঁরাও। তবে এখনও এ নিয়ে অফিসিয়ালি কিছু জানাননি কোনও পক্ষই।

শাশুড়িকে স্পেশাল উপহার সইফের

বাবা হয়ে বেশ খুশি ছোটে নবাব সইফ আলি খান। কেটে গেছে প্রায় তিনমাস। ছেলের নামকরণও হয়ে গেছে ধুমধামের সঙ্গে। আর তৈমুর নাম রাখার পরেই বিরূপ মন্তব্যের শিকার হয় খান দম্পতি। তবে সোশ্যাল মিডিয়ায় একেবারে কাটছাঁট কথা বলে যোগ্য জবাব দিয়ে দিয়েছেন ছোটে নবাব। সবই ঠিক চলছিল। হঠাৎ আবার সংবাদের শিরোনামে সইফ। টিনসেল টাউন জুড়ে একটাই খবর তিনি নাকি মুম্বইয়ের খার অঞ্চলে একটি বিলাসবহুল অ্যাপার্টমেন্ট কিনেছেন। ২৫ কোটি অর্থমূল্যের সেই অ্যাপার্টমেন্ট। কিন্তু এটা করিনা বা তৈমুরের জন্য নয়। তবে কার জন্য? গুজব বি-টাউনের এদিক-সেদিক উঁকিঝুঁকি মারছে। শোনা যাচ্ছে এই অ্যাপার্টমেন্ট নাকি বিশেষ কারওর জন্য। স্পেশাল মানুষটি কে আসলে? আরে তিনি হলেন একসময় বি-টাউনের নামকরা অভিনেত্রী ববিতা। সম্পর্কে সইফ আলি খানের শাশুড়ি। এতদিন ছোট বাড়িতে থাকতেন তিনি। ববিতার কয়েকটি বাড়ির পরেই ছিল করন জোহরের বাড়ি। আর এই চার বেডরুমের ফারনিশড ফ্ল্যাটটি উপহার দেন জামাই আর মেয়ে তাঁকে।

দক্ষিণের অনেক মেয়ের মন ভাঙতে পারে। কারণটা হলেন প্রভাস। 'বাহুবলী'র পর থেকেই প্রভাস হলেন দক্ষিণের মেয়েদের মধ্যমণি। আর 'বাহুবলী-২' মুক্তি পাওয়ার পর তিনি নাকি বিয়ের পিঁড়িতে বসছেন।

আর মাস কয়েকের অপেক্ষা। তারপরই বিয়ের পিঁড়িতে বসতে চলেছেন বাহুবলী প্রভাস। এমনই খবর ফাঁস হয়েছে।

এরপর থেকেই সোশাল সাইটে চলছে জোর চর্চা। তবে লাভ ম্যারেজ নয়। অ্যারেঞ্জড ম্যারেজ হচ্ছে প্রভাসের। বাবা-মা ছেলের জন্য পাত্রী দেখেছেন। বিয়ের দিনও প্রায় ফাইনাল। শুভক্ষণ দেখে বিয়ের কথা ঘোষণা করবে প্রভাসের পরিবার। পাত্রী সম্পর্কেও কিছু জানানো হয়নি। শোনা যাচ্ছে, 'বাহুবলী ২' মুক্তির পরেই নাকি সব কথা জানানো হবে।

মুক্তির আগেই ৫০০ কোটি টাকা ঘরে তুলে ফেলেছে 'বাহুবলী'। এর বেশিরভাগটাই এসেছে ছবির থিয়েট্রিকাল রাইটস বিক্রি করে। তিনটি ভাষায় হয়েছে

মেয়েদের মন ভেঙে বিয়ের পিঁড়িতে প্রভাস

'বাহুবলী ২'। তেলুগু, তামিল ও হিন্দি। হিন্দি ভার্সানের স্বত্ব বিক্রি হয়েছে ১২০ কোটি টাকায়। তেলুগুতে এই ছবির স্বত্ব বিক্রি হয়েছে ১৩০ কোটি টাকায়। তামিলে বিক্রি হয়েছে ৪৭ কোটি টাকায়। কেরালায় 'বাহুবলী ২' বিক্রি হয়েছে ১০ কোটি টাকায়। কর্নাটকে ৪৫ কোটি টাকায়। উত্তর আমেরিকায় ছবির স্বত্ব বিক্রি হয়েছে ৪৫ কোটি টাকায়। স্যাটেলাইট রাইটস বিক্রি করেও 'বাহুবলী ২'-এর ভাঁড়ারে এসেছে প্রায় ১০০ কোটি টাকা। ২৮ এপ্রিল রিলিজ করবে 'বাহুবলী ২'।

বলিউড থেকে টলিউড, সেলফি কুইনরা মজে আছেন নিজেতেই

বলিউডের যে কোনও নায়িকাকে সেলফি তোলায় টেক্কা দিতে পারেন তিনি। তিনি আলিয়া ভাট। সকালে ভক্তদের গুডমর্নিং উইশ করা থেকে শুরু করে নতুন বাড়ি গোছানো, নতুন স্ক্রিপ্ট পড়ার সময় বা পোষ্য বেড়ালকে নিয়ে সেলফি তুলেই দিন কাটে আলিয়ার। শুধু নিজের বাড়িতেই নয়। এনডোর্সমেন্ট হোক বা প্রোমোশন, এমনকী শ্যুটিংয়েও সুপার ফর্মে থাকেন আলিয়া। সেই সমস্ত জায়গাতে গিয়েও কখনও নিজেকে গুটিয়ে রাখেন না বা আটকান না আলিয়া। প্রমাণ? তাঁর ইনস্টাগ্রাম ফিড। সেখানে চোখ রাখলেই বোঝা যায় কী হারে সেলফি উন্মাদনা রয়েছে আলিয়ার মধ্যে। এমনকী আলিয়ার এই সেলফি ফিভারের প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে বরুণ ধাওয়ান বললেন, 'স্টুডেন্ট অব দ্য ইয়ার'-এর পর থেকে আলিয়া অনেক বদলে গিয়েছেন। শুধু সেলফি তোলার অভ্যাসটা একই আছে।

বলিউডের আলিয়ার মতোই সেলফি-জ্বরে আক্রান্ত মিমি চক্রবর্তীও! তিনি কখন কী করছেন, তার হদিশ পেতে হলে শুধু তাঁর সোশ্যাল মিডিয়ার বিভিন্ন সাইটে চোখ রাখতে হয়। তিনি কোথায় যাচ্ছেন, কী করছেন, পুরোটাই জানা যায় তাঁর সেলফি পোস্ট করা দেখে। মেকআপ মনের মতো হলে যেমন সেলফি পোস্ট করেন মিমি, তেমনই অন্য কোনও লুক ট্রাই করলেও সেলফি পোস্ট করেন। আর কোনও ইভেন্টে যাওয়ার আগে সেলফি তো মাস্ট। ইন্ডাস্ট্রিতে অনেকেই মনে করেন, নিজের মনের 'স্টেটাস'ও সেলফি দিয়েই বোঝান মিমি। রাজ চক্রবর্তীর সঙ্গে সম্পর্ক ভেঙে গেলেও তিনি যে দিব্যি আছেন, সেটা তাঁর সেলফিগুলো দেখলেই বোঝা যায়।

বাদশার মহিলা বডিগার্ড, কেন জানেন?

সেলেব তকমা একবার কপালে জুটলে আর রক্ষা নেই। রাস্তাঘাট, পছন্দের রেস্তোরাঁ কিংবা সিনেমাহল— সবকিছুতেই লেগে যায় 'নো এন্ট্রি'র বড় একটা সাইন বোর্ড। আর যদিও-বা কখনও ভুল করে ঢুকে পড়েন তাহলে নিতে হয় ছদ্মবেশের আশ্রয়। এর পিছনে কারণ কিন্তু ফ্যানের হাত থেকে রক্ষা। আর সেলেবরা ফ্যান নামক ঝুট-ঝামেলার হাত থেকে রক্ষা পেতে বডিগার্ড নামক রক্ষাকবচ নিয়ে ঘোরেন। তবে কিং খানের রক্ষাকবচ কিন্তু একজন মহিলা বডিগার্ড। আর এমন কথা জানার পরেই সকলের চক্ষু চড়কগাছ। পুরুষ বডিগার্ড থাকতে মহিলা কেন? এ কেমন ফান্ডা? তবে এই ফান্ডারই জট ছাড়ালেন স্বয়ং কিং খান। আর তাঁর কথাতেই অবাক তাঁর ফ্যানেরা। কারণ শাহরুখ বললেন, মহিলা ফ্যানেদের জন্য নাকি তিনি এই পন্থা নিয়ে চলেন। শাহরুখে জনপ্রিয়তা মহিলা মহলে বেশি। মহিলাদের জন্য তাঁকে থাকতে হয় টিপটপ। বাইরে বেরোলেই সুন্দর পোশাক পরতে হয়। সঙ্গে থাকে আবার সুগন্ধীও। মুখে যাতে গন্ধ না থাকে তার ব্যবস্থাও নিতে হয়। আর মহিলা ফ্যানেদের হাত থেকেই রক্ষা পেতে নাকি মহিলা বডিগার্ড নিয়ে ঘোরেন তিনি। কারণ মহিলা ফ্যানেদের জেরে অনেক বিপত্তিতে পড়তে হয় তাঁকে। কারওর লিপস্টিক হয়তো লেগে গেল তাঁর জামায়, আবার কোনও মহিলার লম্বা নখের আঁচড় পড়ে গেল গালে-হাতে। চেহারার এমন ভয়ানক দশা হয় যে তিনি নাকি গাড়িতে উঠে নিজেকেই চিনতে পারেন না। এমনই জানান শাহরুখ। এমনকী বাড়ি ফিরে বউ বা সন্তানদের লিপস্টিক বা নখের দাগের কী ব্যাখ্যা দেবেন বুঝে উঠতে পারেন না। তাঁর সঙ্গে থাকা পুরুষ বডিগার্ডরা মহিলাদের দূরে ঠেলার চেষ্টা করতেন কিন্তু তা অত্যন্ত অস্বস্তিকর ঠেকত তাঁর কাছে। মহিলাদের নখের আঁচড় কিংবা লিপস্টিকের দাগ থেকে বাঁচানোর জন্য এখন তাই মহিলা বডিগার্ড তাঁর সঙ্গে ২৪ ঘণ্টা ঘুরপাক খান।

যুগশঙ্খ SUPPLI
শুক্রবার, ১৪ এপ্রিল ২০১৭

বলি-টলির দুই ফিটনেস কুইন: জ্যাকুলিন-সায়ন্তিকা

অভিনেতারা তো বটেই, বলিউডে প্রায় সব অভিনেত্রীই ফিটনেস নিয়ে দারুণ সচেতন। সকলেই নিয়মিত ওয়ার্কআউট করেন। তবে সেই নায়িকাদের থেকে ফিটনেসের বিচারে অনেকটাই এগিয়ে জ্যাকুলিন ফার্নান্ডেজ। শুধু বোরিং জিম করেই তিনি খুশি নন। মাঝে মধ্যেই ওয়েট ট্রেনিং আর কার্ডিওর পাশাপাশি একদম অন্য রকমের ফিটনেস ট্রেনিংও ট্রাই করেন তিনি। তবে যদি কেউ ভাবেন, রোগা হওয়া নায়িকার লক্ষ্য, তা কিন্তু ঠিক নয়। বরং ফ্লেক্সিবিলিটি নিয়েই বেশি মাথা ঘামান জ্যাকুলিন। তাই জিমের পাশাপাশি নিয়মিত যোগ ব্যায়াম, মেডিটেশনও করেন নিয়ম করে। সঙ্গে বিশ্বাস করেন ক্লিন ইটিং-এ। তিনি সবই খান, কিন্তু বুঝেশুনে।

বলিউডের ঠিক উল্টো ছবি টলিউডে। খুব বিপদে না পড়লে তেমন জিমমুখী হন না অধিকাংশ টলিউডের নায়িকা। কিন্তু সেই তালিকায় পড়েন না সায়ন্তিকা বন্দ্যোপাধ্যায়। ফিটনেসই এই নায়িকার ধ্যানজ্ঞান। অভিনয় শুরু করার অনেক আগে থেকেই নিয়মিত ওয়ার্কআউট করতেন তিনি। পাশাপাশি চলত ড্যান্সও। আর অভিনেত্রী হওয়ার পরেও এই দুটি অভ্যাস রয়েই গিয়েছে। তাই তিনি অন্য নায়িকাদের মতো পরিচালকের নির্দেশের অপেক্ষায় থাকেন না। বরং ছবি শুরু হওয়ার আগেই তড়িঘড়ি নতুন ওয়ার্কআউট রেজিম শুরু করে দেন। এমনকী, একটি ছবির জন্যে ফোর প্যাকও বানিয়েছিলেন তিনি। ফিটনেসের প্রতি তাঁর প্যাশনই আলাদা। আর তাঁর এই প্যাশনই অন্য নায়িকাদেরও অনুপ্রাণিত করে। তাই মিমি-নুসরতের মতো নায়িকারাও অনেক সময় মোটিভেশনের জন্য সায়ন্তিকার শরণাপন্ন হন।

যে-ছবিগুলো কোনওদিনই রিলিজ করবে না

আমরা সিনেমা দেখতে সবাই ভালোবাসি। কিন্তু এরকম অনেক সিনেমা থাকে যেগুলো শেষ পর্যন্ত রিলিজ হয়ে ওঠে না। তার আগেই শুটিংয়ের কাজ বন্ধ হয়ে যায়। অনেক সময়ই নানারকম আইনি জটের মধ্যে পড়ে যায় সিনেমা। এছাড়া, অনেক সময় আর্থিক সমস্যায় পড়ে মুক্তি পায় না বহু ছবি। অনেক সময় দেখা যায়, শুটিং শেষ হওয়ার বহু বছর পর হয়তো মুক্তি পায় কোনও ছবি। অনেক ছবির ভাগ্যে সেটুকুও জোটেনি। এই তালিকায় রয়েছেন বলিউডের সুপারস্টাররাও। এমন কিছু সুপারস্টারের কথা লেখা হল যাঁদের ছবিগুলো আর কোনওদিন মুক্তি পাবে না।

দেবা: সুভাষ ঘাইয়ের পরিচালনায় 'দেবা'র কাজ শুরু করেছিলেন বিগ-বি। খুব বড় করে সেই ছবির মহরতও হয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কোনও এক অজ্ঞাত কারণে মুক্তি পায়নি সেই ছবি।

দশ: মুকুল এস আনন্দের পরিচালনায় দশ ছবিতে অভিনয় করেছিলেন বিনোদ খান্না, সলমন খান ও সঞ্জয় দত্ত। শুটিংয়ের মাঝপথে পরিচালক মারা যাওয়ায় এই ছবির কাজ বন্ধ হয়ে যায়।

জানা না দিল সে ডোর: বিজয় আনন্দের 'জানা না দিল সে ডোর' ছবিটিতে অভিনয় করেছিলেন দেব আনন্দ। কিন্তু শুটিং চলাকালীন হার্ট অ্যাটাকে বিজয় আনন্দ মারা যাওয়ায় মাঝপথেই বন্ধ হয়ে যায় এই ছবির কাজ।

টাইম মেশিন: শেখর কাপুর, আমির খান, রেখা, রবিনা ট্যান্ডন এবং নাসিরুদ্দিন শাহ ছিলেন এই ছবিতে। ছবির বেশিরভাগ শুটিংও হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু আর্থিক সমস্যার কারণে মাঝপথেই বন্ধ হয়ে যায় 'টাইম মেশিন'-এর কাজ।

আলিশান: অমিতাভ বচ্চন ছিলেন এই ছবিতে। ছিলেন জাভেদ আখতারও। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আর মুক্তি পায়নি এই ছবি।

অহংকারই কাল, সংকটে কপিল শর্মা

কপিল-কাণ্ড নিয়ে তোলপাড় টিনসেল টাউন। খারাপ এবং বেসামাল আচরণের জন্য কড়া শাসানির দোরগোড়ায় কপিল শর্মা। 'দ্য কপিল শর্মা' শো তাঁকে অনেক উঁচুতেই তুলে দিয়েছিল, কিন্তু সেলেবের তকমার অহংকারে তার আজ এই পরিণতি বলে মনে করছেন সকলে। সহকর্মীদের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার, মদ পান করে গালাগাল, মারধর— এমনই সব অভিযোগে অভিযুক্ত তিনি। সম্প্রতি এয়ার ইন্ডিয়ার বিমানেও তাণ্ডব চালান তিনি। এই রিপোর্ট ইতিমধ্যেই এয়ার ইন্ডিয়া কর্তৃপক্ষের কাছে পৌঁছেছে। আর রিপোর্টের ভিত্তিতে কড়া চিঠি আসতে চলেছে কপিল শর্মার কাছে। এমনই বার্তা দিল এয়ার ইন্ডিয়া। কিন্তু মাঝ আকাশে থাকা বিমানের মধ্যে কপিল এমন কী করেছেন, যার জন্য তাঁর ওপর বর্তাতে চলেছে ভয়ানক শাস্তি। এয়ার ইন্ডিয়া সূত্রের খবর, বিজনেস ক্লাসে ওইদিন কপিল ও তাঁর দল ছাড়া একজন ৬০ বছর বয়সি মহিলা যাত্রী ছিলেন। কপিল মদ খেয়ে বেসামাল হয়ে এতটাই চিৎকার করছিলেন যে ইকোনমি ক্লাসের যাত্রীদের মধ্যে হাসাহাসি হয়। ওই প্রৌঢ়া যাত্রী কপিলের এহেন আচরণের প্রতিবাদ করেন। এরপর ফ্লাইট অ্যাটেনডেন্টরা এসে কপিলকে সংযত হতে বলেন। কিছুক্ষণ চুপ থাকার পর কপিল আবার চিৎকার-চেঁচামেচি শুরু করেন, সঙ্গে চলে গালাগালির বন্যা। এমনকী এইসময় সুনীল গ্রোভারকেও মারধর করেন বলে অভিযোগ। এরপর ককপিট থেকে পাইলট বেরিয়ে এসে কপিলকে ভর্ৎসনা করেন। কড়া ধমক খাওয়ার পর কপিল সংযত হন। কপিলের মতো এইসব বেসামাল যাত্রীদের শায়েস্তা করতে কড়া পদক্ষেপ নিতে চলেছে এয়ার ইন্ডিয়া। আগামিদিনে বিমানে যাতায়াতের সময় সংযত ব্যবহার করার চিঠি ধরাতে চলেছেন বিমান কর্তৃপক্ষ।

বায়োপিকের ওপর ছবি নতুন কিছু নয়; কখনও মেরি কম, এম এস ধোনি, আজহার আবার কখনও-বা ইতিহাসের পাতা খুঁড়ে ভগৎ সিং ও মঙ্গল পাণ্ডেকে বের করে এনেছেন পরিচালকেরা। এমনই কিছু ছবির হদিশ।

শচীন আ বিলিয়ন ড্রিমস: এমএস ধোনির পর আবার একটা স্পোর্টস ফিল্ম। মে মাসেই মুক্তি পেতে চলেছে মাস্টার ব্লাস্টার শচীন তেন্ডুলকরের বায়োপিক। শচীনকে নিয়ে ছবি বানিয়েছেন পরিচালক জেমস আর্সকিন। গতবছর ধোনি এবং আজহারের জীবন চরিতের ওপর তৈরি হয়েছিল ছবি। প্রথমটা দর্শকের মন গলাতে না পারলেও দ্বিতীয়টা বক্সঅফিসে সাড়া জাগিয়েছিল। শচীনের বায়োপিকের চিন্তাভাবনা অনেক আগের। আচরেকর স্যারের কোচিং থেকে বিশ্বকাপ। গোটা সময়ের জার্নিটা দেখা যাবে আর ঠিক দু'মাস পরে। গত বছরই এই ছবির টিজার বেরিয়ে যায়। যা দেখে রীতিমতো উচ্ছ্বসিত টিনসেল টাউন থেকে গোটা ক্রিকেট মহল। ছবির টাইটেলটাও ঠিক করা হয়েছিল এক অভিনব কায়দায়। ট্যুইটারে রাখা হয়েছিল প্রতিযোগিতা। আর তাতেই ঠিক হয় টাইটেল। প্রথম পোস্টার দেখে শাহরুখ ট্যুইট করেছিলেন। তিনি জানান, 'এই ছবি আমাকে দেখতেই হবে।'

পদ্মাবতী: 'বাজিরাও মস্তানি'র পর এবার পদ্মাবতীকে ইতিহাসের পাতা থেকে তুলে আনছে বাজিরাও মস্তানির গোটা টিম। এই সিনেমায় নাম ভূমিকায় রয়েছেন প্রথমসারির অভিনেত্রী দীপিকা পাড়ুকোন। রানি পদ্মাবতীর চরিত্রকে বড়পর্দায় ফুটিয়ে তুলতে বেশ গায়ের ঘাম পায়ে ফেলতে হয়েছে সঞ্জয়লীলা বনশালিকে। শুধু তাই নয়, জয়পুরে টিম পদ্মাবতীর ওপর হামলা ও পরিচালককে সপাটে চড় এই ছবিকে খবরের শিরোনামে এনে দিয়েছে। শুটিং চলাকালীন এত আলোচনা, তাতে সন্দেহ নেই সিনেমাটি মুক্তির আগেই সকলের মনে আগ্রহ তৈরি করেছে।

সঞ্জয় দত্তের বায়োপিক: রাজকুমার হিরানির ছবি এটি। তবে নাম এখনও চিন্তাভাবনার তালিকায় তাঁর। টিনসেল টাউনের সবথেকে বিতর্কিত চরিত্র নিয়ে কাজ করছেন রাজু সাহেব। সঞ্জয় দত্তের ভূমিকায় দেখা যাবে রণবীর কাপুরকে। শুটিং একপ্রস্ত শুরু হয়ে গিয়েছে। শুটিং ফ্লোর থেকে ইতিমধ্যেই ফাঁস হয়ে গেছে রণবীরের লুক। যা নিয়ে চলছে হইহই। মুন্নাভাই নিজেও কিছু কিছু ইনপুটস দিচ্ছেন গল্পে। চরিত্রের প্রয়োজনে রণবীর বাড়ালেন তাঁর দেহের ওজন। আর থেকে এলেন ভোপাল জেলে। তবে মুন্নাভাই এক পার্টিতে রণবীরকে যে এই চরিত্রের জন্য মানায়নি তা অকপটে স্বীকার করেছিলেন। যদিও এটা রাজু হিরানির ছবি বলে কথা। রাজকুমার হিরানি জানিয়ে দিয়েছেন সঞ্জয়ের জীবনের বিতর্কিত অংশগুলো নাকি এই ছবিতে থাকছে না। এখন দেখা যাক এই ছবি দর্শকের মনে কতটা আশা জোগাতে পারে।

ঝাঁসির রানির বায়োপিক: পদ্মাবতী ছাড়াও ইতিহাসের আরেকটি চরিত্র আসতে চলেছে পর্দায়। ব্রিটিশ পিরিয়ডের সেই ইতিহাসকে ক্যামেরাবন্দি করার চেষ্টায় পরিচালক কেতন মেহেতা। আর এই ছবিতে তাঁর ট্রাম্পকার্ড কিন্তু টিনসেল টাউনের বিতর্কিত অভিনেত্রী কঙ্গনা রানাউত।

বায়োপিকের ট্রেন্ড

কানাঘুষো শোনা গিয়েছিল এই চরিত্রের জন্য সুস্মিতা সেন নাকি আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন। তবে শেষমেশ কুইনের জায়গাটাকে ছিনিয়ে নিলেন বি-টাউনের কুইন। আন্তর্জাতিক সহযোগিতায় তৈরি হবে ছবিটি। ঝাঁসি, গোয়ালিয়র, বারাণসীর অলিতে-গলিতে হবে শুটিং। চরিত্রের প্রয়োজনে ইতিমধ্যেই ঘোড়সওয়ার থেকে তলোয়ার চালানো সবই আমাদের কুইনের নখদর্পণে। তবে এক্ষুনি এক্ষুনি মুক্তি পাচ্ছে না এই ছবি। সুতরাং অপেক্ষার মধ্যে থাকতে হবে কুইনের গুণমুগ্ধকারীদের।

Just বিনোদন
যুগশঙ্খ SUPPLI
শুক্রবার, ১৪ এপ্রিল ২০১৭

‘আমি একজন ভালো বাবার চেয়েও অনেক ভালো মা’ করন জোহর

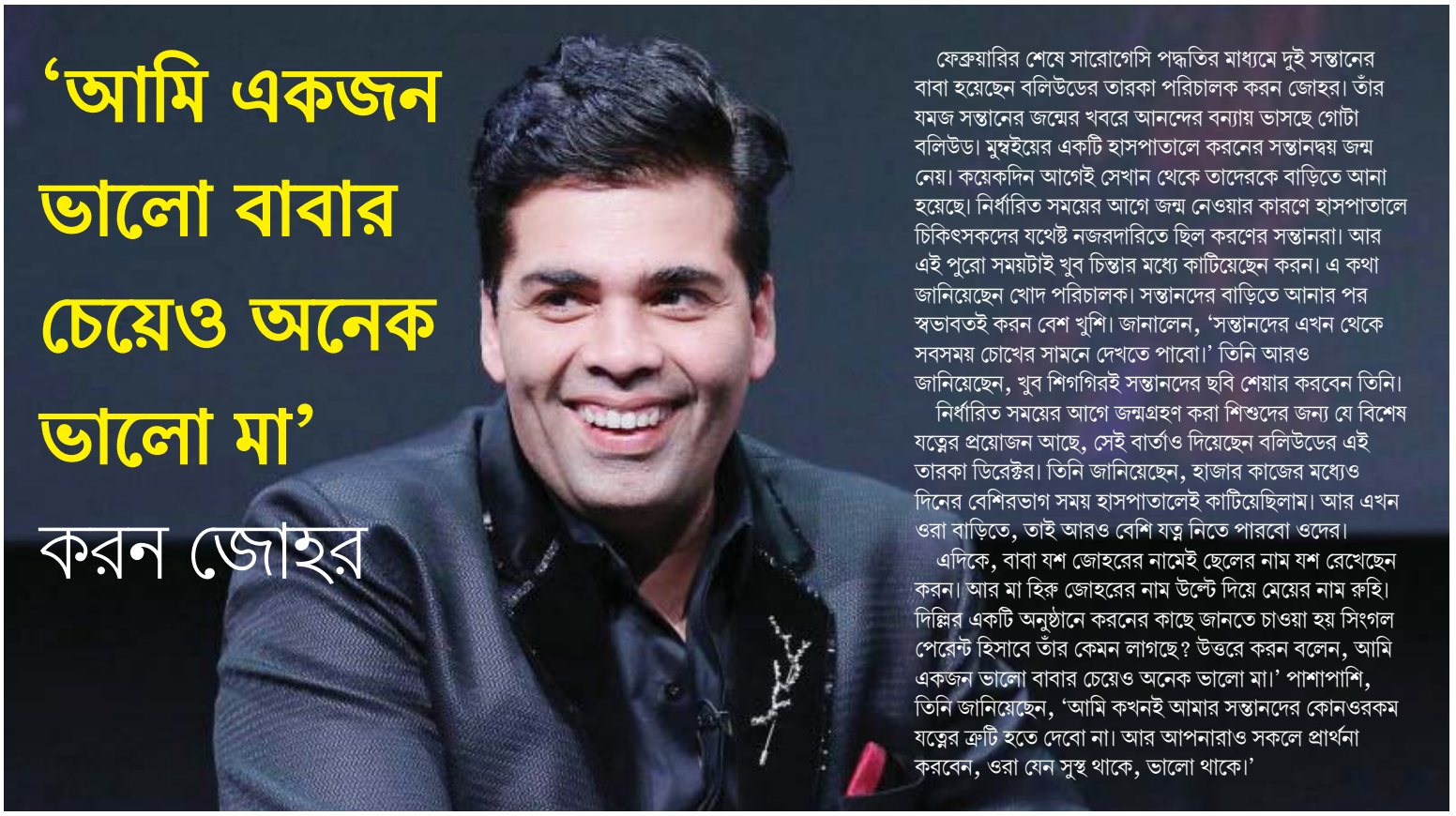

ফেব্রুয়ারির শেষে সারোগেসি পদ্ধতির মাধ্যমে দুই সন্তানের বাবা হয়েছেন বলিউডের তারকা পরিচালক করন জোহর। তাঁর যমজ সন্তানের জন্মের খবরে আনন্দের বন্যায় ভাসছে গোটা বলিউড। মুম্বইয়ের একটি হাসপাতালে করনের সন্তানদ্বয় জন্ম নেয়। কয়েকদিন আগেই সেখান থেকে তাদেরকে বাড়িতে আনা হয়েছে। নির্ধারিত সময়ের আগে জন্ম নেওয়ার কারণে হাসপাতালে চিকিৎসকদের যথেষ্ট নজরদারিতে ছিল করণের সন্তানরা। আর এই পুরো সময়টাই খুব চিন্তার মধ্যে কাটিয়েছেন করন। এ কথা জানিয়েছেন খোদ পরিচালক। সন্তানদের বাড়িতে আনার পর স্বভাবতই করন বেশ খুশি। জানালেন, ‘সন্তানদের এখন থেকে সবসময় চোখের সামনে দেখতে পাবো।’ তিনি আরও জানিয়েছেন, খুব শিগগিরই সন্তানদের ছবি শেয়ার করবেন তিনি।

নির্ধারিত সময়ের আগে জন্মগ্রহণ করা শিশুদের জন্য যে বিশেষ যত্নের প্রয়োজন আছে, সেই বার্তাও দিয়েছেন বলিউডের এই তারকা ডিরেক্টর। তিনি জানিয়েছেন, হাজার কাজের মধ্যেও দিনের বেশিরভাগ সময় হাসপাতালেই কাটিয়েছিলাম। আর এখন ওরা বাড়িতে, তাই আরও বেশি যত্ন নিতে পারবো ওদের।

এদিকে, বাবা যশ জোহরের নামেই ছেলের নাম যশ রেখেছেন করন। আর মা হিরু জোহরের নাম উল্টে দিয়ে মেয়ের নাম রুহি। দিল্লির একটি অনুষ্ঠানে করনের কাছে জানতে চাওয়া হয় সিংগল পেরেন্ট হিসাবে তাঁর কেমন লাগছে? উত্তরে করন বলেন, আমি একজন ভালো বাবার চেয়েও অনেক ভালো মা।’ পাশাপাশি, তিনি জানিয়েছেন, ‘আমি কখনই আমার সন্তানদের কোনওরকম যত্নের ত্রুটি হতে দেবো না। আর আপনারাও সকলে প্রার্থনা করবেন, ওরা যেন সুস্থ থাকে, ভালো থাকে।’

আমি এতদিনেও ব্যস্ত হয়ে উঠতে পারলাম না

অঙ্কুশ হাজরা

শেষ দু’বছরে যদি বাণিজ্যিক বাংলা ছবিতে সত্যিই কোনও অভিনেতা যদি সবচেয়ে উন্নতি করে থাকেন, সেটা হলেন অঙ্কুশ। না, ভক্তরা নন, এমন কথা বলছেন নিন্দুকরা। আর নিজের নামে এমন কথা শুনে হেসেই খুন এই মুহূর্তে টলিগঞ্জের অন্যতম ব্যস্ত অভিনেতা অঙ্কুশ। এর জবাবে একটা গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট তুলে ধরেছেন তিনি। বলেছেন, ‘আসলে এর পিছনে একটা কারণ আছে। গত ২ বছরে ইন্ডাস্ট্রিতে সেভাবে দেখতে গেলে নতুন কোনও কমার্শিয়াল হিরো আসেননি। যাঁরা রয়েছেন, তাঁরা তো ইতিমধ্যেই প্রতিষ্ঠিত। তবে আমার কাজ সকলেই ভীষণ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখেন। সেটা ভালোও লাগে। আসলে সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবার থেকে ফিল্ম দুনিয়ায় এসেছি আমি। আর এই বয়সেই নিজের বাড়ি-গাড়ি করতে পেরেছি, এটাই আমার কাছে অনেক।’ টলিপাড়ায় কান পাতলেই শোনা যাচ্ছিল, এর পরে তিনি নাকি ‘খিলাড়ি’র সিক্যুয়েলে অভিনয় করছেন। এমনকী অনলাইনে বেশ কিছু সাইটে এ নিয়ে লেখালিখিও হয়েছে। যদিও গোটা বিষয়টিকেই গুজব বলে উড়িয়ে দিলেন অঙ্কুশ। জানালেন, ‘খিলাড়ি’র সিক্যুয়েলে তিনি কাজ করছেন না। এই মুহূর্তে তিনি ব্যস্ত পরিচালক রবি কিনাগির একটি ছবি নিয়ে। এই ছবিটায় তাঁর সঙ্গে অভিনয় করছেন নুসরত জাহান ও সায়ন্তিকা বন্দ্যোপাধ্যায়। তবে শুধু ‘খিলাড়ি’র সিক্যুয়েল নিয়ে নয়, তাঁকে নিয়ে রয়েছে আরও গুজব। শোনা যাচ্ছে, তিনি নাকি ‘কৃষ’ নামে অপর একটি ছবিতেও অভিনয় করছেন। সত্যিই কি করছেন? জানতে চাওয়া হলে অভিনেতা বলেন, ‘না, এটাও গুজব। ‘কৃষ’ নামে কোনও ছবিতে আমি কাজ করছি না।’

গত বছর অঙ্কুশের চারটে ছবি মুক্তি পেয়েছে। আর তাঁর সবকটি ছবি বক্সঅফিসে কামাল দেখিয়েছে। এই সাফল্যের রহস্য জানতে চাওয়া হলে তরুণ এই অভিনেতা বলেন, ‘এর মধ্যে রহস্য কিছু নেই। আসলে মার্কেটে অত হিরো নেই, তাই।’ তাঁর মতে, ইন্ডাস্ট্রিতে আরও হিরো আসা দরকার। তিনি আরও বলেন, ‘বছরে পাঁচ-ছ’টা ছবি রিলিজ করা মানেই যে অভিনেতার কেরিয়ার দারুণ এগোচ্ছে, এমনটা নয়। টলিউড একটা আঞ্চলিক ইন্ডাস্ট্রি। দু’বছরে একটা ছবি করলে তো আর আমাদের পেট চলবে না। কারণ আমরা কেউই এক-একটা ছবি থেকে ৪০-৫০ কোটি টাকা রোজগার করি না।’ অঙ্কুশের মতে, ‘টলিউডে প্রোডাকশন হাউসের সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পাওয়া দরকার।’ আর তার পাশাপাশি যেভাবেই হোক না কেন, সিনেমা হল বন্ধ হয়ে যাওয়া রুখতে হবে বলেও জানান তিনি। অভিনয় জগতে ইতিমধ্যেই সাত বছর কাটিয়ে ফেলেছেন তিনি। কিন্তু এই ইন্ডাস্ট্রিতে এতদিন কাটানোর পরেও কখনও কোনও বিতর্ক বা লিঙ্কআপের গল্পে অঙ্কুশের নাম শোনা যায়নি। নায়ক হওয়া সত্ত্বেও কীভাবে এই ক্লিন ইমেজটা বজায় রেখেছেন তিনি? জবাবে অঙ্কুশ জানালেন, বাড়ি থেকে বার হলে, তবে তো বিতর্কের সূত্রপাত হয়। আর তিনি খুব একটা বাড়ি থেকে বেরোন না। পাশাপাশি, যে সব জায়গায় গেলে সাধারণত ভাবমূর্তি খারাপ হয়, সেই জায়গাগুলোও এড়িয়ে চলেন তিনি। নায়কের কাছে প্রচুর আমন্ত্রণ থাকা সত্ত্বেও ডিস্কে যান না। তার বদলে বাড়িতে বসে প্লে-স্টেশনে গেম খেলেন বা জিমে গিয়ে ঘাম ঝরান। কখনও-সখনও ইচ্ছে হলে বন্ধুদের বাড়িতে ডেকে নিয়ে হাউসপার্টিও করেন। তাই বাড়ি-জিম-স্টুডিও নিয়েই ব্যস্ত থাকেন তিনি। নিজের বন্ধুদের সম্পর্কে বলতে গিয়ে জানালেন, ‘আমার বন্ধুরা প্রত্যেকেই ইন্ডাস্ট্রির বাইরের। ইন্ডাস্ট্রির কারও সঙ্গে আমার অত্যধিক মাখামাখি নেই। তাই ঝগড়াও হয় না।’ তবে এ তো গেল এমনি বন্ধুদের কথা। আর স্পেশ্যাল বন্ধু? এর জবাবে তিনি বলেন, ‘ব্যক্তিগত পরিসরে আমিও খুব একটা খোলামেলা নই। এতে সম্পর্কটা খেলো হয়ে যায়। ব্যক্তিগত সম্পর্কটা ব্যক্তিগত রাখাই ভালো।’ নায়ক বলতে না চাইলেও তাঁর সঙ্গে ঐন্দ্রিলাকে নিয়ে বহু কথাই শোনা যাচ্ছে ইদানীং। এ নিয়ে ফ্যানদের মনেও প্রচুর প্রশ্ন। তাই ফ্যানদের কথা ভেবেই তিনি বললেন, ‘আমি কখনও বলিনি যে ঐন্দ্রিলা শুধু আমার বন্ধু, বা বোনের মতো! ঐন্দ্রিলা আমার জীবনের এমন একজন, যে আমার এটিএমের পিন নম্বরও জানে। ওকে কোনওদিন অস্বীকার করতে পারব না। দূরেও সরাতে পারব না। কোনও মানুষই নিজের ভবিষ্যৎ কী, তা জানে না। আমিও না। এই কারণেই ঐন্দ্রিলার সম্পর্কে বেশি কথা বলি না।’

বর্ধমানের ছেলে। কিন্তু সিনেমা, শুটিং, শো, রিয়্যালিটি শো সামলে বর্ধমানের বাড়ি যাওয়ার সময় হয়? অঙ্কুশ যে আর পাঁচটা তথাকথিত নায়কের চেয়ে আলাদা, তা বুঝিয়ে দিলেন সহজেই। জানালেন, প্রতি পাঁচ-ছ’মাস অন্তর বর্ধমানে যান তিনি। এই প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেন, ‘সাধারণ মানুষের একটা ধারণা আছে, ফিল্মের হিরো মানেই খুব ব্যস্ত। এটা সম্পূর্ণ ভুল ধারণা। যাঁরা দশটা-পাঁচটার চাকরি করেন, তাঁরা আমাদের চেয়েও ব্যস্ত। ছুটিও কম তাঁদের।’ কিন্তু বহু নায়কই আছেন, যাঁরা বলেন, ‘খুব ব্যস্ত! ফোন ধরার সময় নেই।’ জবাবে তিনি জানালেন, ‘আমি এতদিনেও অতটা ব্যস্ত হয়ে উঠতে পারলাম না। শ্যুটিং না চললে তো বাড়িতে বসে বোর হই।’ বাণিজ্যিক ছবিতে দেখা গেলেও অন্যধারার ছবিতে সেভাবে দেখা যায় না তাঁকে। অথচ অন্যধারার ছবিতে তাঁর অভিনয় বেশ প্রশংসিত হয়েছে। জবাবে তিনি বলেন, ‘ব্যাপারটা তো আমার হাতে নেই। অন্যধারার ছবির ক্ষেত্রে অনেকেই নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করে ফেলেছেন। আবির চট্টোপাধ্যায়, পরমব্রত চট্টোপাধ্যায়, জিশু সেনগুপ্তরা রয়েছেন। তাই তাঁদের কাছেই আগে অফার যায়। তবে মাল্টিস্টারার ছবিতে অভিনেতার প্রয়োজন। তাই কাজের সুযোগ পাই।’

শচীন তেন্ডুলকরও দক্ষ ছিলেন না

কিন্তু কিসে?

শচীন তেন্ডুলকর ক্রিকেটের পাশাপাশি টেবিল-টেনিস, গল্‌ফেও বেশ সাবলীল। বাইশ গজের রাজা হলেও, তিনি একটি বিষয়ে বেশ কাঁচা ছিলেন। কী জানেন? ক্রিকেট ঈশ্বরের সেই দিকটিই তুলে ধরলেন সঞ্জয় মঞ্জরেকর।

ট্যুইটারে একটি ছবি পোস্ট করেছেন প্রাক্তন ভারতীয় ক্রিকেটার। সিপিয়া এফেক্টের ছবিটি নয়ের দশকের। তাঁর সঙ্গে ছবিটিতে রয়েছেন আরেক প্রাক্তন ভারতীয় ক্রিকেটার প্রশান্ত বৈদ্য। তাহলে কী করে মাস্টার-ব্লাস্টারের প্রসঙ্গ এল?

সঞ্জয় ট্যুইট করে জানালেন, যিনি ছবিটি তুলেছিলেন, তিনি আর কেউই নন, তিনি শচীন তেন্ডুলকর। ক্যামেরার পিছনে ছিলেন শচীন। কিন্তু দু'জনকে ছবিটির ঠিক মাঝখানে দেখা যাচ্ছে না। একদিকে বেশি সরে গিয়েছেন।

আর তাই সঞ্জয় মজা করে বলেছেন, 'শচীনের ক্যামেরার হাত খুব একটা দক্ষ নয়। ওঁর হাতে ব্যাটই বেশি মানায়।'

তবে অবসরের পর শচীনের ছবি তোলার দক্ষতা নিয়ে কিন্তু মোটেই প্রশ্ন তোলা যাবে না। কারণ, মাঝে মধ্যেই মাস্টার ব্লাস্টারকে সোশ্যাল মিডিয়ায় ছবি ও সেলফি পোস্ট করতে দেখা যায়। আর সেগুলি কিন্তু একেবারেই কাঁচা হাতের কাজ বলে মনে হয় না। শচীনের ভক্তরা অন্তত এভাবেই তাঁর পাশে দাঁড়াচ্ছেন।

আইপিএল খেলার জন্যই নাকি শেষ টেস্ট খেলেননি কোহলি

কাঁধের ইনজ্যুরির জন্য চলতি ভারত-অস্ট্রেলিয়ার টেস্ট সিরিজের শেষ টেস্ট খেলেননি অধিনায়ক বিরাট কোহলি। আর টেস্ট শেষ হলেও চোট নিয়ে ভোগান্তি এখনই শেষ হচ্ছে না বলে জানা গেছে। সূত্রের খবর, আরও কিছুদিন বিশ্রামে থাকতে হতে পারে কোহলিকে। কিন্তু তাহলে তিনি খেলতে পারবেন না ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগের (আইপিএল) প্রথম দিকের বেশ কয়েকটি ম্যাচ। কিন্তু জোর খবর, এই আইপিএলে খেলতেই নাকি শেষ টেস্টে খেলেননি কোহলি! দশম আইপিএলে কি বিরাট কোহলি চোট নিয়েই খেলবেন, না কি কিছু ম্যাচে বিশ্রাম নেবেন? তা নিয়ে শুরু হয়েছে জোর জল্পনা।

এই সমস্ত জল্পনার মধ্যেই ঘি ঢাললেন গুজরাত লায়নের প্রধান কোচ ও অস্ট্রেলিয়ার প্রাক্তন ব্যাটসম্যান ব্র্যাড হজ। ফক্স স্পোর্টস নিউজের এক সাক্ষাৎকারে এই অজি বলেন, 'আমি বিশ্বাস করি, বিরাট কোহলির বড় ধরনের কোনও ইনজ্যুরি হয়েছে। তাই বাধ্য হয়েই অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে শেষ টেস্টে খেলেননি তিনি। কিন্তু একটি টেস্ট ম্যাচে না খেলে যদি আইপিএল-এ আরসিবির হয়ে খেলেন, ব্যাপারটা খুব একটা ভালো দেখাবে না। একজন অধিনায়ক হিসাবে সে যেমন দলকে (জাতীয় দল) ছেড়ে আসতে পারে না, তেমনই অন্য দলকেও (আরসিবি) সাহায্য করতে পারে না। গুজরাতের কোচ হিসাবে আমি আশা করি, সে বিশ্রাম নিয়ে ফিট হয়ে, তার পরেই মাঠে নামবে।' তবে এই গোটা বিষয়টি নিয়ে কোহলি কোনও মন্তব্য করেননি।

রাফার চিঠিই প্রেরণা দিত মাশাকে

একটি আন্তরিক চিঠি। যা কঠিন সময়ে মনে শান্তি ও শক্তি জুগিয়েছিল মারিয়া শারাপোভার। ডোপিংয়ের দায়ে তাঁর নির্বাসনের দিনগুলোয় আন্তরিক চিঠি লিখে পাশে দাঁড়িয়েছিলেন বন্ধু রাফায়েল নাদাল। আর তাঁর কাছে চিরকৃতজ্ঞ মারিয়া শারাপোভা।

ডোপিংয়ের দায়ে পনেরো মাসের নির্বাসন হয় এই টেনিস সুন্দরীর। তারপর নির্বাসন কাটিয়ে আগামী ২৬ এপ্রিল স্টুটগার্টে টেনিস কোর্টে ফিরছেন রুশ সুন্দরী। যাঁকে ওয়াইল্ড কার্ড দেওয়া নিয়ে প্রশ্ন তুলে বিতর্ক উস্কেছেন রজার ফেডেরার, অ্যান্ডি মারের মতো মহাতারকা। নাদাল অবশ্য নিশ্চুপ। শারাপোভার নির্বাসন নিয়ে স্প্যানিশ তারকার শেষ মন্তব্য ছিল বছরখানেক আগে, 'মারিয়া একটা ভুল করেছে। শাস্তি ওকে পেতেই হবে।' প্রকাশ্যে তার বেশি কিছুই বলতে চাননি।

কিন্তু পর্দার আড়ালে অন্য খবর। যে নাদাল কোনও মন্তব্য করেননি, সেই-ই একটি আন্তরিক চিঠি পাঠিয়েছিলেন শারাপোভাকে। তাঁর জীবনের অন্যতম কঠিন সময়ে কীভাবে সহানুভূতির হাত বাড়িয়ে শক্তি দিয়েছিলেন নাদাল। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে শারাপোভা বলেছেন, 'রাফা অসম্ভব সুন্দর একটা ব্যক্তিগত চিঠি পাঠিয়ে আমার পাশে দাঁড়িয়েছিল। যার পর ওর প্রতি আমার শ্রদ্ধা বহুগুণ বেড়ে যায়।'

ঘড়ির কাঁটা ১৫ মাস পিছনোর সুযোগ পেলে একজন চিকিৎসক রাখতেন শারাপোভা। বলেছেন, 'ডোপ বিরোধী নানা নিয়মকানুনের খবর রাখার জন্য এক জন চিকিৎসককে নিয়োগ করতাম।'

ডোপ কলঙ্ক নিয়ে কোর্টে ফেরার বিষয়ে তাঁর কোনও অস্বস্তি নেই, জানিয়েছেন শারাপোভা। বলেছেন, 'থাকলে ফিরতামই না। নির্বাসন শেষ হওয়ার পরেই এপ্রিলে প্রতিযোগিতায় নামতে হবে, এমন চাপ কেউ দেয়নি। সিদ্ধান্তটা আমার। তবে যদি একটাও ম্যাচ না জিতি, সেটাও ব্যর্থতা হবে না। এর আগে হাজার বার জিতেছি।' সঙ্গে যোগ করেছেন, 'আমি খেলি নিজের জন্য। ক'বছর আগেও কেরিয়ারের শেষ নিয়ে ভাবতাম। এখন একেবারেই ভাবি না।' অবসর নিয়েও ভাবছেন না তিনি।

Just বিনোদন
যুগশঙ্খ SUPPLI
শুক্রবার, ১৪ এপ্রিল ২০১৭

নতুন জার্সিতে নাইট রাইডার্স, কিন্তু রং বদলের কারণ কী?

আইপিএল-এ কি আর দেখা যাবে না সেই চিরাচরিত নাইট রাইডার্স-র বেগুনি জার্সি? গৌতম গম্ভীররা আর ম্যাচ খেলতে নামবেন না এই বেগুনি জার্সি পড়ে?

ইতিমধ্যেই দশম আইপিএলের প্রস্তুতিতে নেমে পড়েছে নাইটরা। ইডেনে শুরু হয়ে গিয়েছে কলকাতা নাইট রাইডার্সের প্রস্তুতি শিবির। আর প্রথম দিনই নজর কেড়ে নিল নাইটদের নতুন প্র্যাকটিস জার্সি। গাঢ় লাল রংয়ের সঙ্গে কালোর সংমিশ্রণে ঝলমলে জার্সি পরে অনুশীলন করলেন ক্রিকেটারেরা।

কেন হঠাৎ প্র্যাকটিস জার্সির রং পাল্টে ফেলা হল? কেকেআরের অপারেশনস ম্যানেজার অভিষেক সিং বললেন, ‘এটা হয়েছে ফ্র্যাঞ্চাইজি মালিক শাহরুখ খান-জুহি চাওলার ইচ্ছে অনুযায়ী। আসলে, ক্যারিবিয়ান প্রিমিয়ার লিগে আমাদের দল ত্রিনিবাগো নাইট রাইডার্সের জার্সির রং এরকমই লাল-কালো। শাহরুখরা চেয়েছিলেন যে, দুটি দলের জার্সির রংয়ে সাদৃশ্য থাকুক। তাই নতুন প্র্যাকটিস জার্সি ত্রিনিবাগো নাইট রাইডার্সের মতো করা হয়েছে।’

তবে ম্যাচে জার্সির পরিবর্তন হয়তো এখন করা হচ্ছে না। বেগুনি রংয়ের জার্সি পরেই সম্ভবত নামবেন গৌতম গম্ভীররা। শিবির শুরু হয় মাত্র ৬-৭ জন ক্রিকেটার নিয়ে।

প্রথম একাদশের নিয়মিতদের মধ্যে শুধু সূর্যকুমার যাদব ছিলেন। বাংলার একমাত্র ক্রিকেটার সায়ন ঘোষও যোগ দিয়েছেন। প্রথম দিন শুধু ফিল্ডিং প্র্যাকটিস হয়েছে। সেই সঙ্গে নাইট শিবিরেও চলল কুলদীপ যাদবের বোলিং নিয়ে আলোচনা। ইডেন ছেড়ে বেরোনোর সময় সূর্যকুমার বলছিলেন, ‘কুলদীপের বোলিং দেখে এতটাই উচ্ছ্বসিত হয়ে পড়েছিলাম যে, সারাদিন অজস্র ট্যুইট করেছি।’

রিবেরি

বার্সেলোনা, রিয়াল মাদ্রিদের অফার ফিরিয়েছি হোনেস আর রুমেনিগের পরামর্শে

ফ্রান্সের ফুটবলার ফ্রাংক রিবেরি মার্সিলে থেকে জার্মানিতে পাড়ি জমিয়েছিলেন ২০০৭ সালে। যোগ দিয়েছিলেন বিখ্যাত ক্লাব বায়ার্ন মিউনিখে। এরপর ইতিহাস। বায়ার্নের হয়ে বুন্দেশলিগা, চ্যাম্পিয়ন্স লিগসহ ১৮টি মেজর টুর্নামেন্ট জিতেছেন। জানেন কি, এই সময়ে কী হয়েছিল রিবেরির সঙ্গে? জার্মানিতে আসার পর তিনি বার্সেলোনা, চেলসি, রিয়াল মাদ্রিদের মতো বড় বড় ক্লাব থেকে প্রস্তাব পেয়েছিলেন। কিন্তু হেলায় সেই প্রস্তাব ফিরিয়ে দিয়েছিলেন ৩৩ বছর বয়সি রিবেরি। ২০০৮-২০০৯ মরসুমে ফ্রাংক রিবেরিকে বার্সেলোনা, রিয়াল মাদ্রিদ, জুভেন্টাস, চেলসিসহ অনেক ক্লাব থেকেই লোভনীয় প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তিনি সেই প্রস্তাব ফিরিয়ে দেন। আর বায়ার্ন মিউনিখের চেয়ারম্যান উলি হোনেস ও তৎকালীন কোচ কার্ল-হেইঞ্জ রুমেনিগেও তাঁকে সেই প্রস্তাবগুলো প্রত্যাখ্যান করতে সহায়তা করেছিলেন।

সম্প্রতি এই প্রসঙ্গে এক ফ্রেঞ্চ ওয়েবসাইটকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে ৩৩ বছর বয়সি রিবেরি বলেছেন, ‘২০০৮ সালের দিকে আমি বায়ার্ন ছেড়ে অন্য কোনও ক্লাবে চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। বার্সেলোনা, জুভেন্টাস, চেলসি, রিয়াল মাদ্রিদের মতো অনেক ক্লাবই আমাকে তাদের দলে চেয়েছিল। কিন্তু আমি ধন্যবাদ দেব রুমেনিগে ও হোনেসকে যারা আমাকে বায়ার্ন মিউনিখে থাকতে সাহায্য করেছিল। আমি ১০ বছর ধরে বায়ার্ন মিউনিখে আছি। বায়ার্নের সাথে আমার আত্মিক সম্পর্ক। আমার পরিবার নিয়ে বেশ সুখেই আছি।’ রিবেরি আরও জানিয়েছেন, তিনি তাঁর ফুটবল কেরিয়ার শেষ করবেন বায়ার্ন মিউনিখ থেকেই। অবসর গ্রহণ করার পর বায়ার্ন মিউনিখের যুব দলের কোচ হওয়ার ইচ্ছাও আছে রিবেরির।

কোথায় থামবেন ‘বুড়ো’ বুফন?

কারও কারও ক্ষেত্রে বয়স একটা সংখ্যা মাত্র। এই দেখুন জিয়ানলুইজি বুফনকে। তাঁর বয়স এখন ৩৯। কিন্তু ত্রেকাটির নীচে দাঁড়িয়ে একের পর এক মাইলস্টোন স্পর্শ করছেন তিনি। কিছুদিন আগেই এক হাজার ম্যাচ

খেলার রেকর্ড করেছেন এই ইতালীয় গোলকিপার। ইদানীং ফুটবল বিশ্বের একটাই প্রশ্ন, কবে থামবেন ‘বুড়ো’ বুফন?

২০১৩ সালের সেপ্টেম্বরের কথা। বুলগেরিয়ার সঙ্গে মাত্র ১-০ গোলে ম্যাচ জিতেছে ইতালি। দুর্দান্ত খেলেছেন জিয়ানলুইজি বুফন। ম্যাচ শেষে চোখেমুখে বিস্ময় নিয়ে সাংবাদিকেরা ঘিরে ধরলেন ইতালিয়ান গোলকিপারকে। বিস্ময় নিয়েই তাঁদের প্রশ্ন, ৩৫ বছর বয়সেও কীভাবে এত দুর্দান্ত খেলছেন ‘বুড়ো’ বুফন? বুফনও উত্তরটা দিলেন দুষ্টুমি করে, ‘বুঝতে পারছি না আপনারা কেন এত আশ্চর্য হচ্ছেন!’

চার বছর পর সেই বুড়োর বয়স এখন ৩৯। নামটা ‘বুফন’ বলেই কিছুদিন আগে তাঁর ছোঁয়া মাইলফলকটাও মোটেই আশ্চর্য মনে হবে না। কী সেটি? বিশ্বকাপ বাছাইপর্বে আলবেনিয়ার বিপক্ষে ম্যাচটি ছিল বুফনের পেশাদার কেরিয়ারের ১০০০তম ম্যাচ!

১৯৯৫ সালে ১৭ বছর বয়সে প্রথম পারমার গোলপোস্টে দাঁড়ানো। ক্লাবটার গোলপোস্ট সামলেছেন আরও ২১৯ বার। ২০০১ সালে জুভেন্টাসে এসে এখনও পর্যন্ত খেলেছেন ৬১২ ম্যাচ। আলবেনিয়ার সঙ্গে ম্যাচটি ছিল ইতালির জার্সিতে বুফনের ১৬৮তম।

কোথায় গিয়ে থামবেন বুফন? এ প্রশ্নে যে উত্তর দিয়েছেন ইতালিয়ান কিংবদন্তি গোলকিপার, তাতে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের স্ট্রাইকাররাই কেবল স্বস্তি পেতে পারেন, আপাতত এতটুকু বলতে পারি, আরও এক হাজার ম্যাচ খেলব না।’

যুগশঙ্খ SUPPLI
শুক্রবার, ১৪ এপ্রিল ২০১৭

আপনার পছন্দ-অপছন্দ মেল করে জানান jugasankha.suppli@gmail.com

যোগী আদিত্যনাথ+চেতন=?

উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পর যোগী আদিত্যনাথের প্রথম বিধানই ছিল গো-হত্যা বন্ধ করতে হবে। সেইমতো বে-আইনি মাংসের দোকান বন্ধ করতে হবে। এর পরই বিতর্ক গোটা উত্তরপ্রদেশ জুড়ে। অনেকের অভিযোগ বৈধ দোকান বন্ধের জন্য চাপ দিচ্ছে যোগীর সরকার। তবে আপনি কি জানেন যোগীর মন্ত্রিসভায় বিখ্যাত প্রাক্তন এক ক্রিকেটার আছেন?

তিনি আমোরা কেন্দ্র থেকে টানা দু'বারের সাংসদ। তবে উত্তরপ্রদেশের বিধানসভা নির্বাচনে জিতে রাজ্যের মন্ত্রী হিসাবে 'অভিষেক' হয়েছে এবারেই। যিনি কয়েকদিন আগেও ছিলেন দিল্লি অ্যান্ড ডিস্ট্রিক্ট ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের অন্তর্বর্তীকালীন সভাপতি, যাঁর নেতৃত্বে কোটলায় ২০১৫-র ডিসেম্বরে দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজের আয়োজন করেছিল ডিডিসিএ। তিনিই এবার মন্ত্রী চেতন চৌহান।

চলতি মার্চেই অবশ্য তিনি নতুন ইনিংস শুরু করেছেন অজানা পিচে। ফোনে চেতন-সাহেবের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে, তিনি সাফ জানিয়ে দিচ্ছেন, 'মানুষের জনাদেশ নিয়ে বিধায়ক হয়েছি। মানুষের জন্যই কাজ করে যাব। বিধানসভা কেন্দ্রের প্রত্যেক মানুষের সঙ্গে আত্মিক যোগাযোগ রাখার চেষ্টা করব।'

উত্তরপ্রদেশের বেরিলিতে স্বাধীনতার বছরেই জন্ম হয় চেতনের। বাবা আর্মিতে অফিসার ছিলেন। আসলে আর্মির চাকরি বদলির চাকরি ছিল। সে কারণে বাবার সঙ্গে চেতনের পুরো পরিবারকেই বদলি হতে হতো এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে। এক সময় বাবার বদলি হয়ে যায় মহারাষ্ট্রের পুনেতে। সেখানেই চলে যেতে হয় পরিবারকে। পুনেতেই এক কলেজে ভর্তি হন এই প্রাক্তন ক্রিকেটার। কলেজে পড়তে পড়তেই ক্রিকেটের প্রতি প্রেম জন্মায় তাঁর।

মহারাষ্ট্রের প্রাক্তন নামী ক্রিকেটার কমল ভাণ্ডারকরের কোচিংয়ে খেলে প্রথমবার নজর আসেন। তারপর আর ফিরে তাকাতে হয়নি তাঁকে। বিশ্ববিদ্যালয়ের হয়ে আন্তঃপ্রাদেশিক টুর্নামেন্ট খেলার সময় নির্বাচকদের ডাক পান।

ভিজি ট্রফির ফাইনালে সাউথ জোনের বিরুদ্ধে দুই ইনিংসে তাঁর স্কোর ছিল ৮৮ ও ৬৩। তারপর তো সত্তরের দশকে ভারতীয় ক্রিকেটের রূপই বদলে দিয়েছিলেন গাভাসকরের সঙ্গে জুটি বেঁধে। রেকর্ডও গড়েছিলেন। এক মরশুমে গাভাসকরের সঙ্গে জুটিতে ৯১৩ রান করে। রাঁচি টেস্টেই অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে দীর্ঘদিনের যে রেকর্ড ভেঙে দেন চেতেশ্বর পূজারা-মুরলি বিজয়। শুধু ক্রিকেটার হিসাবেই নয়, ম্যানেজার হিসাবেও বিদেশে বহুবার সফরকারী ভারতীয় দলের সঙ্গে গিয়েছেন।

ক্রিকেটে এমন রংবাহারি যাঁর বায়োডেটা, তিনি কি ব্যাট-বলের দুনিয়ার সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ একেবারেই ছিন্ন করে ফেললেন? কারণ তিনি নাম লেখালেন রাজনীতিতে। ফোনের ওপার থেকে এমন প্রশ্ন ভেসে আসতেই প্রতিবাদ তাঁর কণ্ঠে, 'মোটেও নয়। ডিডিসিএ-র বিভিন্ন অ্যাডভাইসরি কমিটিতে রয়েছি। সেখান থেকেই দিল্লির উঠতি ক্রিকেটারদের সাহায্য করে যাব।' নির্বাচনী দামামার মধ্যেও চলতি ভারত-অস্ট্রেলিয়া সিরিজও মন দিয়ে দেখেছেন তিনি।

নিজের ক্রিকেটীয় বিশ্লেষণ দিয়েই তাঁর উপলব্ধি, ইংল্যান্ড কিংবা দক্ষিণ আফ্রিকার থেকে অস্ট্রেলিয়ানরা ভালো প্রস্তুতি নিয়ে এসেছে স্পিন সামলানোর জন্য। তাই ওরা এত সফল।' র‍্যাংক টার্নার না পেলে অশ্বিন সফল নন— এমন তত্ত্বও খারিজ করে দিচ্ছেন। 'অশ্বিন মোটেই খারাপ ফর্মে নেই। আগের মতোই ক্ষুরধার রয়েছে। যখন সিরিজ ১-১ হয় অশ্বিনের দিকেই অভিযোগের আঙুল উঠছে। এই নিয়ে চিন্তার কিছু নেই।' তবে তিনি প্রভাবিত জাদেজার পারফম্যান্সে। চেতনের বক্তব্য, 'পিচের রাফ এখন আরও ভালোভাবে ব্যবহার করছেন জাদেজা। তাই ওকে অপ্রতিরোধ্য লাগছে।'

চেতন এখন শুধু বিধায়ক নন, মন্ত্রীও। প্রথমবার। এখনও দফতর চূড়ান্ত না হলেও তাঁকে প্যানেলে রেখে বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্ব বুঝিয়ে দিয়েছেন, কতটা ভরসার তিনি। যোগী আদিত্যনাথ উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী হয়ে বুঝিয়ে দিয়েছেন তিনি কঠোর হিন্দুত্ববাদী। কিন্তু যোগীর সমর্থনে চেতন বলেন, 'দেখুন যোগীজি যেসব সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বা নেবেন তা উত্তরপ্রদেশের সাধারণ মানুষের ভালোর জন্যই। তিনি কে হিন্দু আর কে মুসলিম দেখেন না। সাধারণ মানুষের কী করে ভালো হবে, সেটাই দেখেন।'

এখনও কোন দফতর চেতন জানেন না। তবে যেই দায়িত্ব পান না কেন, সেখানেই সাধারন মানুষের জন্য নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করে যাবেন বলে জানিয়েছেন। তিনি বলেন, 'যোগী আদিত্যনাথ আমাকে যে বিভাগের দায়িত্ব দিন না কেন, আমি ক্রিকেটের মতো ভালোবেসে কাজ করে যাব। সততার সঙ্গে সাধারণ মানুষের জন্য কাজ করে যেতে চাই।'

গাভাসকরের সঙ্গে জুটিতে অভাবনীয় সাফল্য পেয়েছেন। সেই সাফল্যের পুনরাবৃত্তি তিনি কি দেখাতে পারবেন যোগী আদিত্যনাথের সঙ্গে জুটি বেঁধে? উত্তরপ্রদেশবাসী অপেক্ষায়।